সংবাদ

তারিখ 23 MAY 2013
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম

এক যুগেরও বেশি সময় পার

বদলে যাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম

নম্বর বণ্টনও বদলাচ্ছে

রাকিব উদ্দিন

এক যুগেরও বেশি সময় পর এবার বদলে যাচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম। শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে জ্ঞান প্রসারে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে 'তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি' (আইসিটি) নামে ১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় সংযোজন করা হয়েছে সব বিভাগে। ক্লাসের ব্যাপ্তিও ১৫ মিনিট বাড়ানো হয়েছে। বদলে যাচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার নম্বর বণ্টনও। ফলে ১০০ নম্বর বেশি অর্থাৎ এসএসসি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ২০১৫ সালে এক হাজার ৩০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিবে। বর্তমানে তাদের এক হাজার ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়।

শুধু প্রচলিত শিক্ষা বোর্ড নয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদেরও ১০০ নম্বর বেশি অর্থাৎ ২০১৫ সালে এক হাজার ৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশ নিতে। কারিগরি বোর্ডেও ১০০ নম্বরের বেশি পরীক্ষা হবে ২০১৫ সাল থেকে।

এছাড়াও পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমে এইচএসসিতে মানবিক ও বিজ্ঞানের ন্যায় ইসলাম শিক্ষা নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। এ বিষয়ে গত ১৫ মে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) একটি আদেশ জারি করেছে। এতে বলা হয়, 'শিক্ষাক্রম-২০১২-এর নির্দেশনা অনুসারে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, ইসলাম শিক্ষা বিভাগ, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং সংগীতচর্চা বিভাগের শিক্ষার্থীদের ১০০ নম্বরের আইসিটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে'।

এ বিষয়ে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক শফিকুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, 'এবার একাদশ শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যক্রম যোগ হলেও ছাত্রছাত্রীদের ঘাবড়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই। এসব বিষয়ে

বদলে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

বদলে : যাচ্ছে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। শিক্ষার্থীরাও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা পাবে। তাই আমি আশা করি বরাবরের মতো আগামীতেও শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করবে'। প্রসঙ্গত, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম সর্বশেষ পরিবর্তন করা হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। এনসিটিবি'র কর্মকর্তারা জানায়, নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলা ও ইংরেজি ২০০ নম্বর করে ৪০০ এবং আইসিটি বিষয়ে ১০০ মিলে মোট ৫০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় সব শাখার শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে ২০১৫ সালে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদেরও ১০০ নম্বরের বেশি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে। এনসিটিবির আদেশে আরও বলা হয়েছে, ৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ে দুই পত্র থাকবে। শুধু আইসিটি বিষয়ে একটি পত্র থাকবে, যার পূর্ণ নম্বর হবে ১০০। সব বিষয়ের সাপ্তাহিক পিরিয়ড (ক্লাস) থাকবে ৫টি এবং আইসিটি বিষয়ে সাপ্তাহিক পিরিয়ড থাকবে তিনটি। প্রতিটি ক্লাসের ব্যাপ্তি থাকবে এক ঘণ্টা, বর্তমানে যা আছে ৪৫ মিনিট।

প্রসঙ্গত, এবার যারা এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির অপেক্ষায় আছে, তারাই প্রথম ২০১০ সালে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা জেএসসি/জেডিসিতে উত্তীর্ণ হয়। এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা মোট ২১ বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেয়। এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় প্রায় ১২ লাখ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে।

ইসলাম শিক্ষা বিভাগের নম্বর বণ্টন

এনসিটিবি জানায়, ২০১২ সালের পাঠ্যক্রম অনুসারে নতুন শাখা হিসেবে ইসলাম শিক্ষা খোলা হয়েছে। এই শাখায় আবশ্যিক ৫০০ নম্বরের সঙ্গে ইসলাম শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং আরবি- এই তিন বিষয়ে ৩০০ নম্বর শাখাভিত্তিক আবশ্যিক রাখা হয়েছে। আর ২০০ নম্বরের চতুর্থ বিষয় হিসেবে নেয়া যাবে সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, ভূগোল ও অর্থনীতি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি। তবে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও সংগীত এই দুটি শাখার পাঠ্যক্রম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞান বিভাগের নম্বর বণ্টন

নতুন ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের এইচএসসি শিক্ষার্থীর বাংলা ও ইংরেজি ২০০ নম্বর করে ৪০০ এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিষয়ে ১০০ মিলে মোট ৫০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় থাকছে। বিভাগভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত অথবা জীববিজ্ঞান। তবে চতুর্থ (ঐচ্ছিক) বিষয় হিসেবে জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষিশিক্ষা, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, মৃত্তিকাবিজ্ঞান, প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস এবং ক্রীড়া বিষয়ের যে কোন একটি নেয়া যাবে।

মানবিক বিভাগের নম্বর বণ্টন

মানবিক বিভাগে আবশ্যিক ৫০০ নম্বরের পাশাপাশি বিভাগভিত্তিক আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইতিহাস অথবা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের মধ্য থেকে একটি, পৌরনীতি, সুশাসন অর্থনীতি ও যুক্তিবিদ্যা বিষয়ের মধ্য থেকে একটি এবং সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম ও ভূগোল বিষয়ের মধ্য থেকে একটি করে মোট তিনটি বিষয় নিতে পারবে শিক্ষার্থীরা। আর চতুর্থ বিষয় হিসেবে রয়েছে- পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, ভূগোল, যুক্তিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, ইসলাম শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গা. বিজ্ঞান, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, চারু ও কারুকলা, নাট্যকলা, সমরবিদ্যা, আরবি বা পালি বা সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া।

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের নম্বর বণ্টন

ব্যবসায়িক (বাণিজ্য) শিক্ষা বিভাগে আবশ্যিক ৫০০ নম্বরের সঙ্গে ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান ও ফিন্যান্স ব্যাংকিং এবং বীমা অথবা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন এই তিনটি আবশ্যিক বিষয় থাকছে। তবে চতুর্থ বিষয় হিসেবে নেয়া যাবে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, মানবসম্পদ, পরিসংখ্যান, ভূগোল, অর্থনীতি, কৃষিশিক্ষা ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি। আর অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল বিষয়টি উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সাচিবিক বিদ্যা ও অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়টিও ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের পর আর থাকছে না বলে এনসিটিবির আদেশে উল্লেখ আছে।

নতুন পাঠ্যবই নিয়ে শঙ্কা

এনসিটিবির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার এসএসসি উত্তীর্ণরা একাদশ শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যক্রমের বই পড়বে। নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী এই বই রচনা করা হচ্ছে। জানা গেছে, নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি কয়েকদিন আগে কেবল পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে জমা হয়েছে। এখন তা মূল্যায়নসহ বেশ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে ছাপানোর অনুমোদন মিলবে। এই প্রক্রিয়া শেষ হয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই পৌঁছতে কমপক্ষে তিন থেকে চারমাস সময় লাগতে পারে বলে এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান। অথচ ১ জুলাই শুরু হবে একাদশ শ্রেণীর শ্রেণী কার্যক্রম।

ইংলিশ ভার্সনের বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে একই অবস্থা বিরাজ করছে। ইংরেজি ভার্সনের বই ছাপার প্রক্রিয়া সম্প্রতি শুরু হয়েছে মাত্র। কবে নাগাদ ইংলিশ ভার্সনের বই ছাপানো হবে সে সম্পর্কে এনসিটিবির কর্মকর্তারা কিছুই বলতে পারছে না। তাদের ধারণা, আগামী সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ইংলিশ ভার্সনের বই ছাপার কাজ শেষ হতে পারে। এনসিটিবি জানায়, একাদশ শ্রেণীর মোট ৩০টি বইয়ের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি বিষয় দুটি সরাসরি মুদ্রণ করে এনসিটিবি। বাকিগুলো বেসরকারিভাবে অনুমোদনের মাধ্যমে সরকার ছাপানোর অনুমোদন দিয়ে থাকে। জানা গেছে, এসব বইয়ের পাণ্ডুলিপি এনসিটিবিতে জমা হলেও এখনো মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষ হয়নি। এতে করে কবেনাগাদ এসব মূল্যায়ন শেষে ছাপাখানায় যাবে তা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের চড়া দামেই খোলাবাজার থেকে বই কিনে পড়তে হবে।